# [redacted]

[redacted]

গাংনীতে এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কাটায় প্রতিবেশীর দ্বিতল ভবন ধস

মেহেরপুরের গাংনীতে নজরুল ইসলাম নামের এক কলেজ শিক্ষককের খামখেয়ালিপনার কারনে প্রতিবেশী আব্দুল আলিমের দ্বিতীয় তলা ভবন ধসে যেতে বসেছে।

ইমারত নীতিমালা ও পৌরসভার ভবন আইন লঙ্ঘন করে মাটি কাটার কারনে বৃহস্পতিবার ভোরে গাংনী পৌর এলাকার ঈদগাঁ পাড়ার ঐ বাড়ির তলার নীচের অংশ ধসে গেছে। এ ঘটনায় ভবনের বাসিন্দারা আতংকিত হয়ে ভবন ছেড়ে বাইরে অবস্থান করছে।

অভিযুক্ত নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৌর মেয়র ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে ভুক্তভুগী আব্দুল আলিম।

বাড়ির মালিক আব্দুল আলিম বলেন, ১৯৯৫ সালে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের ঈদগাঁ পাড়াতে ৩ শতক জমির উপর দ্বিতলভবন নির্মান করে বসবাস করে আসছি। হঠাৎ গতকাল বুধবার হারদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও বানিয়াপুকুর গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম তার বাড়ির সাথে বাড়ি নির্মাণের জন্য এক্সকাভেটর মেসিন দিয়ে মাটি কাটা শুরু করে। মাটি কাটতে কাটতে বাড়ির নীচ পর্যন্ত চলে আসে। বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির নীচের অংশ ধসে যায়। এছাড়া ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনি এ ঘটনায় ক্ষতিপুরন ও দায়ি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৌর মেয়র ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে তিনি জানান।

আব্দুল আলিমের স্ত্রী জেসমিন খাতুন কান্না বিজড়িত কন্ঠে বলেন,

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও একটি সমবায় সমিতি

মেহেপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের কাছে থেকে কয়েক কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করে উধাও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গাড়াবাড়িয়াসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষকে অতিরিক্ত লাভ দেখিয়ে গ্রাহক তৈরি করে কয়েক বছর ধরে অবৈধভাবে এ আমানত সংগ্রহ করতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান (সভাপতি) মাহিরুল ইসলাম। আমানতের পরিমাণ সঠিক করে বলতে না পারলেও কয়েক কোটি টাকা হবে ধারণা করছেন গ্রাহকরা। কয়েকদিন ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে মাহিরুল ইসলাম গা ঢাকা দিয়েছেন।

বুধবার দুপুরে ওই সমিতিতে অনেক গ্রাহকের লাভের টাকা নিতে এসে অফিস বন্ধ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সেখানে জমায়েত হন। গাড়াবাড়িয়া গ্রামে মাছের ব্যবসা করেন সবুর আলী। অতিরিক্ত লাভ পাবার আশায় স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতিতে ৬ লাখ টাকা ডিপোজিট করেছিলেন। কয়েক মাস লাখে এক হাজার ৬শ টাকা করে লাভও পেয়েছেন। কিন্তু গত মাসে তাকে আর লাভ দেওয়া হয়নি। এদিকে হঠাৎ করে গত মঙ্গলবার থেকে অফিস বন্ধ থাকায় তিনি পড়েছেন বিপাকে।

সবুর আলীর মত অতিলোভে একই প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা করেছেন রবিউল ইসলাম ৩ লাখ ৭০ হাজার, ফিরোজ হোসেন সাড়ে ৩ লাখ, জারাফত আলী (অবসরপ্রাপ্ত পিয়ন) ২ লাখ, জলিল মণ্ডল ৪ লাখ ৩০ হাজার, তোজাম্মেল হক ১ লাখ টাকা, আব্দুস সাত্তার ৪ লাখ, হানুফা বেগম রেখেছেন ৬০ হাজার টাকা। এধরণের শত খানেক মানুষকে গ্রাহক বানিয়ে তাদের কাছে থেকে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন প্রতিষ্ঠান প্রধান মাহিরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির সভাপতি মাহিরুল ইসলামের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

স্বর্ণালী সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের মাঠকর্মী সাহারুল ইসলাম বলেন, তিনি মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। সংস্থার পরিচালক মাহিরুল ইসলাম সব লেনদেন করতেন। এখন মাহিরুলকে তারাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মাহিরুল ইসলাম ২০১৬ সালে স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নামের ওই প্রতিষ্ঠানটি গাড়াবাড়িয়া গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম থেকেই তারা স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়োগ দেয় কর্মী হিসেবে। বিভিন্ন দোকানে দোকানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে প্রতিদিন সেই ঋণের কিস্তি আদায় করে থাকে। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক মাহিরুল ইসলাম গোপনে অতিরিক্ত লাভ দেওয়ার কথা বলে গ্রাহকদের কাছে থেকে টাকা নিয়ে ডিপোজিট করতো এটা স্থানীয় কেউ জানতো না। গত দুদিন ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিষয়টি এলাকার মানুষ জানতে পেরেছে।

গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির মেহেরপুর জেলা কার্যালয় থেকে ২০১৩ সালে নিবন্ধন পেয়েছে। গত অডিট রিপোর্টে তাদের সঞ্চয় দেখানো হয়েছে ১০ লাখ ৩৪হাজার ৬৮০ টাকা, ঋণ দেখানো হয়েছে ১৪ লাখ ৪ হাজার ২৮৬ এবং শেয়ার দেখানো হয়েছে ৩৫ হাজার ৬শ টাকা। সদস্য সংখ্যা ১১৮ জন।

তিনি বলেন, সমবায় থেকে নিবন্ধন নেওয়া কোন প্রতিষ্ঠান আমানত সংগ্রহ (এফডিআর) করতে পারেন না। যেটা কাউকে না জানিয়ে অবৈধভাবে ওই প্রতিষ্ঠান করেছে। গ্রাহকের টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা হলে দুটি নম্বরই বন্ধ পাওয়া গেছে। বিষয়টি জেলা কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি শুনেছি। তবে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে থেকে কেউ লিখিত বা মৌখিকভাবে কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ওই প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর হাসপাতাল বাজার থেকে দিনে দুপুরে কলেজ ছাত্রীর মোবাইল ছিনতাই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পার্শ্বের একটি রাস্তা থেকে মোহনা খাতুন নামের এক কলেজ ছাত্রীর মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

সোমাবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ছিনাতাইকারির কবলে পড়া মোহনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মহিউদ্দিনের মেয়ে।

জানাগেছে, কলেজ ছাত্রী মোহনা ও তার এক চাচাত বোনকে নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে পার্শ্বের একটি রাস্তা দিয়ে হাটিছিলেন। এমন সময় মোটরসাইকেলে দুই অজ্ঞাত যুবক তাদের গতিরোধ করে এবং প্রিক্যাডেট স্কুলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। এসময় মোহনা তাদের ঠিকানা বলতেই হাতে থাকা একটি ২৫ হাজার টাকা মুল্যের রিয়েলমি মোবাইল ফোন হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় । মোবাইল ছিনতাইয় হয়েছে বলে মোহনা চিৎকার দিলে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে গিয়ে কারো দেখা না পেলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মোহনা। পরে স্থানীয়দের পরামর্শে তাকে গাংনী থানায় পাঠানো হলে একটি জিডি করেছে মোহনা।

মোহনা জানায়, আমি রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। এমন সময় মোটরসাইকেলে দুই যুবক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে আপু প্রিক্যাডেট স্কুল কোথায়? আমি এর উত্তর দিতেই আমার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।এবিষয়ে থানায় একটি জিডি করেছি । তিনি আরো জানায়, আমার মোবাইলে একটি সিম কার্ড রয়েছে। সেটিও এখন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

গাংনী শাহর থেকে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা আইনশৃংখলা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলছেন পথচারীরা। স্থানীয়রা জানায় শহরের অলিতে গলিতে এখন মাদক সেবিদের দৌরাত্ন বেড়েছে। কিশোর অপরাধ প্রবণতাও অনেক। তবে প্রশাসনিক তৎপরতা ও অপরাধীদের দ্রত সনাত্বের দাবী জানিয়েছেন তারা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক কে মোবাইল ফোন দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি। ডিউটি অফিসার নুরুন নবী জানায়, আমাদের কাছে ওই ভুক্তভোগী এসেছিল। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি এবং মোবাইল উদ্ধারের চেষ্টা করছি।

গাংনীতে অগ্নি নির্বাপন মহড়া

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামে বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এর উদ্যোগে অগ্নি নির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর ১২ টার দিকে সাপ্তাহিক অগ্নি নির্বাপন মহড়ার অংশ হিসেবে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইসাহাক আলী জানান, প্রতি বছরই অগ্নিকান্ডে অনেক জানমালের ক্ষতি হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সকলের সচেতনতা খুবই জরুরি। পরিবারের সকল সদস্যকে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে প্রাথমিক কৌশলগুলো জেনে রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, গ্যাসের চুলা ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের মৌলিক নিয়মগুলো সবাইকে জানতে হবে। প্রয়োজনে ঘরে ফায়ার এক্সটিঙ্গুইসার রাখতে হবে এবং তার ব্যবহার জানতে হবে।

এসময় চৌগাছা গ্রামের জনগণকে কিভাবে ফায়ার এক্সটিঙ্গুইসার ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে অবগত করা হয়। একই সাথে ফায়ার এক্সটিঙ্গুইসার ব্যবহার করে কিভাবে অগ্নি নির্বাপন করতে হয় সে লক্ষ্যে উপস্থিত জনগনকে তা ব্যবহার করে দেখাতে বলা হয়। সবার কাছে নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিসের ফোন নং ১৬১৬৩ সেভ করে রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়।

প্রায় ঘন্টা ব্যাপী এ মহড়ায় কিভাবে এবং কত দ্রুত আগুন নেভানোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং আহতদের চিকিৎসার উদ্যোগ নিতে হবে সে পদ্ধতি দেখানো হয়।

অগ্নি নির্বাপন মহড়ায় বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইসাহাক আলী ছাড়াও আরিফুর রহমান, শরিফুল

ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান ও ড্রাইভার আরিফ উপস্থিত ছিলেন।

কাথুলীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ইউনিয়ন পরিষদের সমঝোতা সাক্ষর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী তে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ইউনিয়ন পরিষদের সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে নবানির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাথুলী ইউনিয়ন ভলেন্টিয়ার ফরম এর সভাপতি মাহিদুল ইসলাম ফুরকান।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক ও কাথুলী ইউনিয়ন শাখার বাংলাদেশ আওয়ামী কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রেজা। আরো উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাথুলী ইউনিয়ন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম। ইউনিয়ন ভলেন্টিয়ার ফরমের নব নির্বাচিত সভাপতি মফিজুর রহমান সহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল মেম্বার ও স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ।

একটি সফল কার্যকরী ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে একে অপরের উন্নয়নে কাজ করবে বলে জানান হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্বয় কারী হেলাল উদ্দীন।

গাংনীতে ৬টি ইটভাটায় সাড়ে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ছয়টি ইটভাটায় সাড়ে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর দিনব্যাপী এ অভিযান চালায়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে এবং কয়লার বদলে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে অভিযান চালানো হয়। ৬টি ইট ভাটায় প্রত্যেককে আড়াই লাখ টাকা করে মোট সাড়ে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইদা পারভীন জানান ইট প্রস্তুত বিপনন করায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১৩ সংশোধীত ২০১৯ এর ৬ ধারায় জরিমানা করা হয়েছে।

ইটভাটাগুলো হচ্ছে- গাংনীর পোড়াপাড়ার মোয়াজ্জেম ব্রীক্স, আরএসবি, ফাইফ স্টার ও বামন্দীর এমএসআরএফএল,বিজিএল ও সিবিএল। অভিযানে সহায়তা করেন পুলিশ সদস্যরা।

গাংনীর কল্যাণপুর থেকে ২ কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশের মাদক বিরোধী আরেকটি সফল অভিযানে ২ কেজি গাঁজা ও ১৫ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী মোঃ শামীম হোসেনকে (২৮) আটক করেছে।

আজ সোমবার (২৪ জানুয়ারী) রাত সাড়ে ৭ টার দিকে কল্যানপুর মধ্যে পাড়া আব্দুল বাকির আম কাঠালের বাগানে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ আটক করেন। আটক শামীম হোসেনকে গাংনী উপজেলার কল্যানপুর জোয়ার্দ্দার পাড়া এলাকার শহিদুল হকের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতেৃত্বে বামুন্দি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই নিঃ) মোঃ শরিফ হাবিব ও সংগীয়ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জানান, কল্যাণপুর গ্রামের একটি আম কাঠালের বাগানের মধ্যে গাঁজা ও ফেনসিডিল জড়ো করে বিক্রির প্রস্তুতি চলছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।অভিযানে গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ শামীম হোসেনকে আটক করা হয়েছে।তবে তবে, শামীম হোসেনের ভগ্নিপতি (বোনের জামায়) মাদকের মুল হোতা মেহেরপুর শহরের আলম রানা। মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১০ টি মামলা রয়েছে। ওই শামীম রানা তার শশুরবাড়ি কল্যাণপুর গ্রামে থেকে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

আটক শামীম হোসেন ও পলাতক আলম রানাকে আসামী করে মাদক দ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

কার্যকর ও শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে তুলতে এসডিজি ইউনিয়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর উপলক্ষে সোমবার (২৪জানুয়ারী) বেলা

১১টার সময় ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্বাক্ষরিত এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর পক্ষে সংস্থার গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিন এই সমঝোতা স্বাক্ষরে সই করেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেনন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিন। এসময় ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সহসভাপতি ও নারী নেত্রী মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার নিশি, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মাহতাব উদ্দিনসহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন টিম (ভিডিটির) সভাপতি, সহস-ভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কার্যকরী সদস্য, নারী নেত্রী, জিজিএসের সদস্য, ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য বৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সকল ধরনের কর্ম-কৌশল নিয়ে আলোচনা ও আগামী পাঁচ বছর দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে ইউনিয়নে যে সকল কার্যক্রম করা হবে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

গাংনীতে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে

# [redacted]

[redacted]